চতুর্থ অধ্যায়

সংকীর্ণ-দ্বারে প্রবেশ

তখন ***খ্রীষ্টিয়ান*** ফিরে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তাড়াতাড়ি ***সুসমাচার প্রচারককে*** নমস্কার করে বিদায় নিল, তিনিও আশীর্বাদপূর্বক বিদায় দিলেন। ***খ্রীষ্টিয়ান*** দ্রুত গতিতে চলল। পথে কারও সঙ্গে কোন কথা বলল না। অনেকে অনেক কথা জিজ্ঞেস করল, কিন্তু সে কোন উত্তরই দিল না। পাছে নিষিদ্ধ স্থানে বিলম্ব হয়, তাই সোজা ছুটে চলল। অবশেষে, ***জাগতিক-মনার*** পরামর্শে যে পথ পরিত্যাগ করেছিল, সেই পথে ফিরে এসে তার ধড়ে যেন প্রাণ ফিরে এল। তার পর ছোট দরজার কাছে এসে দেখতে পেল, লেখা আছে, "আঘাত কর, তোমাদের জন্য দ্বার খোলা হবে" (মথি ৭:৭)।

খ্রীষ্টিয়ান ছোট দরজায় আঘাত করতে করতে বলতে লাগল:

"শুনে মোর সন্ত্রস্ত এ ক্ষীণ আঘাত,
খুলবে কি করুণা-দুয়ারের কপাট?
এ অধমের তরে খুললে দুয়ার,
অনন্ত প্রশংসায় রত থাকব তাঁর।"

অবশেষে ***হিতাকাঙ্ক্ষী*** নামে একজন গম্ভীর প্রকৃতির লোক দরজায় এসে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কে? কোথা থেকে এসেছ? এবং কী চাও?"

খ্রীষ্টিয়ান— আমি পাপভারে ভারাক্রান্ত একজন পাপী, ***ধ্বংস-নগর*** থেকে এসেছি; আসন্ন কোপ থেকে রক্ষা পাবার জন্য সিয়োন পর্বতে যেতে চাই। শুনেছি, এই দরজার মধ্য দিয়ে সেই পথ গিয়েছে; দয়া করে যদি আমাকে একটু যেতে দেন, তো বড্ড উপকার হয়।

খ্রীষ্টিয়ানের সব কথা শুনে ***হিতাকাঙ্ক্ষী*** বললেন, "এ তো খুবই সুখের বিষয়, দরজা নিশ্চয়ই খুলব, এস।" বলতে বলতে তিনি দরজা খুলে দিলেন।

দরজা খোলামাত্র ***খ্রীষ্টিয়ান*** পা বাড়িয়ে দিল, সঙ্গে সঙ্গে ***হিতাকাঙ্ক্ষী*** তার হাত ধরে এক টানে তাকে ভিতরে নিয়ে নিলেন। ***খ্রীষ্টিয়ান*** তাই জিজ্ঞেস করল, "এত তাড়াতাড়ি ভিতরে টেনে নেবার কারণ কী?" ***হিতাকাঙ্ক্ষী*** বললেন, "এই দরজা থেকে অল্প দূরে একটা দুর্গম দুর্গ আছে, ***বেল্‌সবূব্*** (ভূতগণের অধিপতি বেল্‌সবূব্ — মথি ১২:২৪) সেই দুর্গের অধিপতি। এই দরজার কাছে কোন প্রবেশার্থীকে দেখতে পেলে ***বেল্‌সবূব্*** ও তার অনুগামীরা প্রবেশ করবার আগেই তাকে মেরে ফেলার জন্য লক্ষ্য করে তীর মারে।"

তখন ***খ্রীষ্টিয়ান*** বলল, "বড়ই আনন্দের কথা, আমি বেঁচে গেছি, কিন্তু ভয়ে পা কাঁপছে।"

হিতাকাঙ্ক্ষীর সঙ্গে কথোপকথন

প্রবেশ করার পর দ্বাররক্ষী ***হিতাকাঙ্ক্ষী*** জিজ্ঞেস করলেন, "কে তোমাকে এখানে আসতে পরামর্শ দিয়েছিল?"

খ্রীষ্টিয়ান— ***সুসমাচার প্রচারক*** নামে এক ব্যক্তি এখানে এসে আমাকে দ্বারে আঘাত করতে পরামর্শ দেন। আরও বলেন, এখানে এলে আর কি কি করতে হবে, তা আপনি বলে দেবেন।

হিতাকাঙ্ক্ষী— তোমার সামনে ঐ দরজা দেখছ, ওটা বন্ধ করবার ক্ষমতা কারও নেই (প্রকাশিত. ৩:৮)।

খ্রীষ্টিয়ান— মশাই, আমার মাথার উপর দিয়ে অনেক বিপদ গেছে, এখন সেই পরিমাণ আনন্দ অনুভব করছি।

হিতাকাঙ্ক্ষী— তুমি একা এলে কেন?

খ্রীষ্টিয়ান— মশাই, আমি যেমন নিজের বিপদ টের পেয়েছিলাম, আমার প্রতিবেশীরা কেউই তেমন টের পায়নি; তাই একাই আসতে হল।

হিতাকাঙ্ক্ষী— তুমি যে এখানে আসছ, তা কি তারা জানত?

খ্রীষ্টিয়ান— হ্যাঁ, আসবার সময় আমার স্ত্রী ও ছেলেরা দেখতে পেয়েছিল, এবং ফিরিয়ে নেবার জন্য অনেক ডাকাডাকিও করেছিল। কয়েকজন প্রতিবেশীও "ফেরো, ফেরো" বলে চেঁচাচ্ছিল; কিন্তু আমি তাদের কথায় একদম কান দিইনি, সোজা চলে এসেছি।

হিতাকাঙ্ক্ষী— তোমাকে ফিরিয়ে নেবার জন্য কেউ কি পিছু নেয়নি?

খ্রীষ্টিয়ান— হ্যাঁ, *একরোখা* ও *সুখপ্রিয়* এসেছিল; কিন্তু যখন দেখল, আর ফেরাতে পারবে না, তখন *একরোখা* অনেক কটূকথা বলে ফিরে গেল, *সুখপ্রিয়* আরও কিছুটা পথ আমার সঙ্গে এসেছিল।

হিতাকাঙ্ক্ষী— কিন্তু সে এ পর্যন্ত এল না কেন?

খ্রীষ্টিয়ান— কী আর বলি! ***নিরাশা-পাঁক*** পর্যন্ত দুজনে একসঙ্গে এসেছিলাম, হঠাৎ দুজনেই পাঁকে পড়ে যাই; ফলে ***সুখপ্রিয়ের*** মন ভেঙ্গে যায়, এ পর্যন্ত আসতে তার আর ভরসা হল না। সে গ্রামের দিকের পাড়ে উঠে আমাকে বলল, "যাও, আমার হয়ে তুমি সেই উত্তম দেশ ভোগ-দখল করগে।" তার পর সে ***একরোখার*** মত গ্রামের পথে ফিরে গেল, আর আমি এই দ্বারের দিকে এলাম।

হিতাকাঙ্ক্ষী— হায়, কী বোকার মত কাজ! স্বর্গের সুখ তার কাছে এমন সামান্য বোধ হল যে, তার জন্য একটু কষ্ট সইতে পারল না?

খ্রীষ্টিয়ান— মশাই, *সুখপ্রিয়ের* কথা তো শুনলেন, এখন আমার বোকামির কথা যদি শোনেন, তা হলে আমাকেও কোন অংশে ভিন্ন বলে মনে হবে না। সে তো নিজের গ্রামে ফিরে গিয়েছিল, কিন্তু আমি যে আমার সর্বনাশ ডেকে এনেছিলাম। ***জাগতিক-মনা*** নামে একজনের কথা শুনে মৃত্যুর পথে গিয়ে পড়েছিলাম।

হিতাকাঙ্ক্ষী— তাইনাকি? সে তোমাকেও পাকড়াও করেছিল? সে নিশ্চয়ই ***ব্যবস্থা-অনুগতের*** কাছে গিয়ে ভারমুক্ত হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল! ওরা দুজনেই প্রবঞ্চক। তুমি বুঝি তার পরামর্শ মত চলেছিলে?

খ্রীষ্টিয়ান— হ্যাঁ, তার পরামর্শ মত যতটা পেরেছিলাম চলেছিলাম। কিন্তু ***ব্যবস্থা-অনুগতের*** বাড়ির কাছে গিয়ে উঁচু খাড়া পাহাড় দেখে মনে হল, ওটাই না আমার ওপর ধসে পড়ে; তাই ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম।

হিতাকাঙ্ক্ষী— ঐ পর্বতে অনেকের মৃত্যু হয়েছে এবং আরও অনেকের হবে। অনেকে নিজের পুণ্য কর্ম দ্বারা পরিত্রাণ পাবার চেষ্টা করে জীবন হারিয়েছে, অভীষ্ট লাভ করতে পারেনি। — তুমি যে তার আঘাতে চূর্ণ না হয়ে প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছ, সেটাই সুখের বিষয়।

খ্রীষ্টিয়ান— ঠিক বলেছেন; ভাগ্যিস ***সুসমাচার প্রচারকের*** সঙ্গে দেখা হয়েছিল, নইলে কী দুর্দশাই না হত! আমি কোন উপায় দেখতে না পেয়ে ভাবছি, এমন সময়ে তাঁর সঙ্গে দেখা; ***ঈশ্বরের দয়াতেই*** তা সম্ভব হয়েছে। তিনি না এলে আমার পক্ষে এখানে আসা সম্ভব হত না। যেমন ছিলাম সেইভাবেই চলে এসেছি; আপনার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলার যোগ্যতা আমার নেই, বরং সেই পাহাড় চাপা পড়ে মরার যোগ্য। তবু এখানে যে প্রবেশ করতে পেরেছি, এ বড়ই অনুগ্রহের বিষয়।

হিতাকাঙ্ক্ষী— এখানে আসার আগে যে যাই করুক না কেন, তা নিয়ে আমরা কোনও আপত্তি করি না, এখানে এসে পড়লে আর কাউকে বের করে দেওয়া হয় না (যোহন ৬:৩৭)। সুতরাং, ভাই ***খ্রীষ্টিয়ান*** আমার সঙ্গে এস, তোমার গন্তব্য পথের বিষয়ে কিছু শিক্ষা দিতে চাই। সামনের দিকে তাকাও, ঐ দেখ একটা সরু পথ দেখা যাচ্ছে; ঐ পথে তোমাকে যেতে হবে। পিতৃপুরুষেরা, ভাববাদীরা, ***খ্রীষ্ট যীশু*** স্বয়ং ও তার শিষ্যেরা ঐ পথের নির্মাতা। পথটা সোজা ও একমুখী; এটাই তোমার গন্তব্যপথ।

খ্রীষ্টিয়ান— এ পথে কি কোন বাঁক নেই, বা অন্য পথ এসে মেশেনি, যাতে বিদেশিরা পথ হারিয়ে ফেলতে পারে?

হিতাকাঙ্ক্ষী— হ্যাঁ অনেক পথ এসে এই পথে পড়েছে; কিন্তু সেগুলো বাঁকা ও চওড়া। আসল পথের চিহ্ন কি জান? সেটা সংকীর্ণ ও সরল বা সোজা (মথি ৭:১৪)।

পরে স্বপ্নে দেখলাম ***খ্রীষ্টিয়ান, হিতাকাঙ্ক্ষীকে*** আরও জিজ্ঞেস করল "দেখুন, আমি এত কাল এই বোঝা ঘাড়ে নিয়ে চলেছি, কোথাও ভারমুক্ত হতে পারিনি; জানি অন্যের সাহায্য ছাড়া ভারমুক্ত হওয়া যাবে না। আপনি এ বিষয়ে কি আমার কিছু উপকার করবেন?"

তার মিনতি শুনে ***হিতাকাঙ্ক্ষী*** বললেন, "মুক্তিস্থানে যতদিন না হাজির হও, ততদিন নীরবে বোঝা বইতে থাক; সেখানে পৌঁছলে এ আপনা থেকে নেমে যাবে।"

হিতাকাঙ্ক্ষীর সঙ্গে কথোপকথন

এ কথা শুনে ***খ্রীষ্টিয়ান*** নতুন আগ্রহে যাত্রা করতে উদ্যত হল। তা দেখে ***হিতাকাঙ্ক্ষী*** বললেন, "এই পথে কিছুটা দূর গেলে ***অর্থকারকের*** বাড়ি পাবে; তাঁর দরজায় গিয়ে টোকা দিলে তিনি তোমাকে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় বলে দেবেন।"

পরে ***খ্রীষ্টিয়ান*** বিদায় নিল এবং ***হিতাকাঙ্ক্ষী***ও "ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন" বলে বিদায় নিলেন।